কৃষি সুপারিশ

২৫-২৮ শে জানুয়ারী, ২০২৪ (১০-১৩ ই মাঘ ১৪৩০)

আলু- প্রথম চাপানের ১০-১২ দিন পরে দ্বিতীয় চাপানে ২৫ কেজি নাইট্রোজেন ও ২০ কেজি পটাশ ভেলির দু পাশে প্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে। আলুতে অণুখাদ্য হিসেবে ১৫ লিটার জলে বোরোন ২০% ২৩ গ্রাম, চিলেটেড জিঙ্ক ৮ গ্রাম মিশিয়ে ২০ দিন অন্তর দু বার প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি পায়।আলু বসাবার পর সমতলে ২৫-৩০ দিন ও পাহাড়ে ৪০ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।আলু যেহেতু মাটির নিচের ফসল, তাই মাটিকে যতটা সম্ভব হালকা ঝুরঝুরে রাখা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এজন্য দু-তিন বার হাত নিড়ানি দিলে আগাছা নির্মূল হওয়ার সাথে সাথে মাটি আলগা ও ঝুরঝুরে হবে এবং আলুর বৃদ্ধি ভাল হবে।নাবি ধ্বসা রোগ লাগতে পারে, সতর্কতা হিসেবে ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম বা মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

তিসি - চাপান সার হিসাবে বীজ বোনার ৩০ দিন পরে একর প্রতি ১৩ কেজি নাইট্রজেন মাটিতে মেশাতে হবে। সুযোগ থাকলে বীজ বোনার ৪০-৪৫ দিন পর এবং তার থেকে ৩০ দিন পর দ্বিতীয় সেচ দিন।

শ্বেত সরিষা - বীজ বোনার ২৫ দিন ও ৫০ দিন পরে বোরোন ২০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। ধ্বসা রোগ দেখা দিলে মেটালাক্সিল ও ম্যানকোজেব মিশ্রণ ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে এবং ডাউনি মিডিউ রোগ দেখা গেলে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। মেঘলা আবহাওয়ার জন্য জাব পোকার আক্রমন হতে পারে। তা নিয়ন্ত্রন করার জন্য থায়োমিথোক্সাম ২৫ % ডব্লিউ. জি১ গ্রাম প্রতি ৩ লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

হাইব্রীড সরিষা- বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পর প্রথম চাপানে এবং ৬-৭ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় চাপানে একরে ১২ কেজি করে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা উচিৎ। বীজ বোনার ২৫ দিন ও ৫০ দিন পরে বোরোন ২০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।এ সময় পাতা ধ্বসা / গোড়া পচা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। এই রোগের প্রতিকারের জন্য (মেটালাক্সিল ৮% + ম্যানকোজেব ৬৪ %) ২.৫ ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

মসুর :- বীজ বোনার ৩০-৪০ দিন পরে ২ শতাংশ ইউরিয়া দ্রবণ বা ডি.এ.পি. জলীয় দ্রবণ স্প্রে করলে ফলন বৃদ্ধি হয়। প্রতি লিটার জলে ১.৫ গ্রাম ডাইসোডিয়াম অক্টাবোরেট গুলে বীজ বোনার ২১ দিন পর ও বীজ বোনার ৪২ দিন পরে প্রতি লিটার জলে হাফ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট গুলে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।সেচের সুবিধা থাকলে শুঁটি ধরার সময়ে (বীজ বোনার ৬০ দিন পর) ১টি সেচ দিতে পারলে ভাল হয়।ফুল আসার পর যদি ঘন কুয়াশা, অল্প বৃষ্টিহয়, তাহলে গাছের ডগার দিক থেকে বাদামি বর্ণ ধারণ করে শীঘ্র কালো হয়ে যায়। ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা ক্লোরোথ্যালোনিল ২.০ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

খেসারী : পয়রা ফসলে বীজ বোনার ৩০-৪০ দিনের মাথায় ডি.এ.পি বা ইউরিয়ার ২ শতাংশ জলীয় দ্রবণ (২০গ্রাম ১ লিটার জলে) স্প্রে করা হয়। পাতা ধ্বসা বা গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে কপার হাইড্রক্সাইড ২গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা দরকার।

গম- গাছের বয়স ২১ ও ৪২ দিন হলে প্রতিবারে একরে ২৭ কেজি করে ইউরিয়া সার চাপান প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার ২০-২১ দিন পর সেচ দিন। গমের বৃদ্ধির যে যে দশায় জলসেচ প্রয়োজন-

১.মুকুট শিকড় দশা (বোনার ২১ দিন পর) ২.পাশকাঠি ছাড়া শেষ (বোনার ৪০-৪৫ দিন পর)

৩. থোড়ের শুরু (বোনার ৫০-৫৫ দিন পর) ৪. ফুল আসা অবস্থা (বোনার ৯০-৯৫ দিন পর)

৫. দুধ আসা অবস্থা (বোনার ১১০-১১৫ দিন পর)

ভুট্টা- ভুট্টার জমিতে ফল আর্মি ওয়ার্ম নামে লেদা পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। স্পিনেটোরাম ১১.৭% এস.সি. ১ মিলি প্রতি লিটার জলে বা ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% এস.সি. ১ মিলি প্রতি ৩ লিটার জলে বা থায়ামিথোক্সাম ও ল্যামডা সায়হ্যালোথ্রিন মিশ্রণ ০.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে সকালে বা সন্ধ্যায় স্প্রে করতে হবে।

বোরো ধান - অতিরিক্ত ঠান্ডার হাত থেকে বীজতলা রক্ষা করতে বীজতলায় বেশি করে জল ধরে রাখুন। সম্ভব হলে বিকালে বীজতলায় সেচের জল ঢুকিয়ে দিন ও সকালে বের করে দিন। প্রয়োজনে সন্ধ্যায় পলিথিন পেপার দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিন। চিলেটেড জিঙ্ক ১০ লিটার জলে ৫-৭ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করুন। বীজতলায় শুকনো ছাই ছড়িয়ে দিন।সকালে বাঁশের কঞ্চি বা দড়ি দিয়ে ধান গাছের পাতায় জমে থাকা শিশির ঝড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। বীজতলায় ঝলসা রোগের আক্রমন দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম ৫০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে অথবা (ট্রাইসাইক্লাজোল ১৮ % + ম্যানকোজেব ৬২ %) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

মাঘের মাঝামাঝির মধ্যে (জানুয়ারির শেষ) বোরো ধান রোয়া শেষ করা দরকার।৫ সপ্তাহ বয়সের ৫-৬ টি পাতাযুক্ত চারা রোয়া করা দরকার। প্রতি গুছিতে ৬-৭ টি চারা দেওয়া প্রয়োজন। বাদামি শোষক পোকা আক্রমনপ্রবন এলাকায় ১৫-২০ লাইন অন্তর এক লাইন রোয়া না করে ফাঁকা রাখা দরকার।

সূর্যমুখী- জমি তৈরীর সময় একরে ১৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০কেজি ফসফরাস ও ২০কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। ফসফরাসের চাহিদা সিঙ্গল সুপার ফসফেট দিয়ে পূরণ করলে সালফারের চাহিদা পূরণ হবে।জমিতে গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে ৮ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড ৫০ % জলে গুলে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে - সুবীর কুমার হাজরা

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ